27

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2-2-NOV 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষা পদ্ধতি

অনেকেই মন্তব্য করেন যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ খুব বেশি। কিন্তু কেবল গোড়ায় গলদ নয় আগা-গোড়ায়ই গলদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এখন। বাধ্যতামূলক প্রাইমারি শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আগা-গোড়া কোন সমন্বয় নেই। একই দেশে রয়েছে পৃথক পৃথক শিক্ষা পদ্ধতি। পাঠ্যসূচী থেকে প্রণয়নেও রয়েছে চার শিক্ষা বোর্ডের চার রকম দৃষ্টিভঙ্গি, চার রকম পাঠ্যসূচী। শুধু পাঠসূচী নয় বোর্ড প্রায়শই শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জটিল করে তোলে।

বোর্ডের ফল প্রকাশ নিয়েও সিদ্ধান্তহীনতা বোর্ডগুলো কম প্রদর্শন করেনি। প্রশ্নপত্র নিয়েও প্রতিবছর সৃষ্টি হয় দেশব্যাপী তুলকালাম কাণ্ড। কোন কোন বোর্ডের প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হয়ে যায়। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র পাড়ায় পাড়ায় আলু-পটলের মতো বিক্রি হয়।

এ সকল দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কতিপয় অসাধু কর্মচারীরা দীর্ঘদিন থেকে দাপটের সঙ্গে করে আসছে। এরূপ দুর্নীতি ছাড়াও পরীক্ষার মার্কশীট ইত্যাকার বিষয়গুলোর সঙ্গেও নানা প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যেও সমন্বয়, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব দেখা দেয়– যার ফলে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দেয় নানা ধরনের জটিলতা। আর এই জটিলতার কারণে জন্ম হয় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা অনভিপ্রেত ঘটনা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে দেশব্যাপী এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সামনে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

বলাবাহুল্য, বেশকিছু দিন থেকে দেশব্যাপী এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা নয়া বিধি বাতিল করার জন্য প্রতিবাদ, বিক্ষোভ মিছিল করছে।

এ সম্পর্কে দৈনিক 'জনকণ্ঠ' সরকার তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গত ১ নবেম্বর সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'তাণ্ডবের পরীক্ষা এবং পরীক্ষার্থী' এই শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। উক্ত সম্পাদকীয়তে আমরা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে যে অশোভন আচরণ সে সম্পর্কে বলার চেষ্টা করেছি। ঢাকায় প্রেসক্লাবের সামনে উক্ত এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভের নামে গাড়ি ভাংচুর এবং চাঁদাবাজির মতো ঘটনার অবতারণা করে বলে অভিযোগ করে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এ ধরনের মানসিকতা প্রবর্তন করার প্রতি জোর দিয়ে সরকারকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সামনে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ইতোমধ্যে এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সামনের জটিলতা দূর করা হয়নি। ফলে সারা দেশে তাদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ, ভাংচুর এবং ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। রবিবার দৈনিক জনকণ্ঠে এবং গত শনিবার পৃথক একটি জাতীয় দৈনিকে এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপ এবং বোর্ডের পরীক্ষা বিধি বাতিল নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষাদানেচ্ছু বহু শিক্ষার্থী ফরম ফিলাপ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা এবং অভিভাবকবৃন্দও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ব্যাপক ভাংচুর করে। পরীক্ষাদানেচ্ছু শিক্ষার্থী ছাড়া দেশের বিপুলসংখ্যক অভিভাবক বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্নের মধ্যে পড়েছেন।

উল্লেখ করা দরকার যে, ইতোপূর্বে বোর্ড যে এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়ম প্রবর্তন করেছিল তাতে নাকি নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে বোর্ড আগের নিয়ম বাতিল করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া নতুন নিয়ম চালু করেছে। এই নিয়মে যাদের বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন আছে তারাই ফরম ফিলাপ করেতে পারবে। অধিকাংশ সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীও বোর্ডের পূর্ববর্তী নিয়মে ফরম পূরণ করার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করতে শুরু করেছে। শিক্ষা বোর্ড বর্তমানে যে নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে তাতে জটিলতা অনেকটা নিরসন হলেও সময় মতো এই নিয়মটা সকলকে জানানো হলে হয়তো আজকের এই জটিলতাটার সৃষ্টি হতো না।

জটিলতাটা আরও ব্যাপক আকার হওয়ার আরও কারণ রয়েছে। এ বছরই প্রশ্ন ব্যাঙ্ক থেকে টিক চিহ্ন দিয়ে সর্বশেষ পরীক্ষা নেয়া হবে। এর পর এই পদ্ধতি বাতিল করা হচ্ছে বলেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বোর্ডের পূর্ববর্তী সহজ পদ্ধতির শেষ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়ছে বলেই বিক্ষোভ আর ভাংচুর ঢাকা নগর থেকে সম্প্রসারিত হয়ে সুদূর মফস্বল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এছাড়া এক মাসের মধ্যে বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'টি পৃথক পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষা নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে দূর করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চলতি বছর ঢাকা বোর্ডের এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ৯শ' ৬৪ জন। বাকি তিনটি বোর্ডের অধীনেও অনুরূপ সংখ্যক পরীক্ষার্থী ছিল। আগামী এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী মোট চারটি বোর্ডে অনুরূপ পরীক্ষার্থী হয়তো পরীক্ষা দান করবে। আমরা আশা করি দেশের বিপুলসংখ্যক এসএসসি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাদানের সম্ভাব্য সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সফল– সার্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে।